দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JAN. 9 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩ ......

599

বর্ষবরণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাইল

বিকাশ সিংহ সূত্রধর

চলতি ঘটনা

গুটিগুটি পায়ে চলে এল ওয়ান ট্রিপল নাইন এর বছর। এই শতকের সর্বশেষ প্রতিনিধি হিসেবে হাজির হয়েছে খৃস্টীয় উনিশশ' নিরানব্বই সাল। নতুন বছরের শুরুতে শীতের আমেজ সারাদেশে। ঢাকাতে এমনিতে শীতকাল কখনোই তেমন প্রবলভাবে আসে না। ভোরের কুয়াশার হালকা চাদর হাড়ে কাঁপন ধরানোর বদলে ঢাকায় হাজির হয় বরং অনেকটা আদুরে আমেজ নিয়েই।

শীতের সকালে কোমল রোদ্দুরের সাথী হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নতুন বছরের প্রথম দিনটি এসেছে অনেকটা নিঃসারেই। কারণ এ বছরের প্রথম দিনটিও ছিল শুক্রবার। বছরের প্রথম ছুটির দিনে ক্যাম্পাস ছিল ফাঁকা। আগের রাতটা অবশ্য এতটা চুপচাপে পেরিয়ে যায়নি। সময়ের ঘড়ি মধ্যরাতের প্রহর অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গেই বাজি পটকার আওয়াজ শোনা গেছে গোটা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা জুড়ে। এই পটকার শব্দে কোন রক্তের আকাঙ্ক্ষা নেই। এই বারুদের গন্ধে নেই কোন ধ্বংসের হাতছানি। হৈ হৈ শব্দে উচ্ছ্বসিত উৎসাহী তারুণ্য নেমে এসেছে রাস্তায়। কেউ কেউ চলেছে দল বেঁধে গাইতে গাইতে। ছেলেরা অনেকে ভিড় করেছে লেডিস হোস্টেলের গেটের সামনে। চিৎকার করে নববর্ষের প্রথম প্রহরের শুভেচ্ছা বিনিময় করছে বান্ধবীদের সঙ্গে। মেয়েরাও উপর থেকে হাত নেড়ে, গান গেয়ে চিৎকার করে বন্ধুদের সাথে নবীন আনন্দে শামিল হচ্ছে। ঢাকা শহরের তথাকথিত অভিজাত এলাকার অতিউৎসাহী থার্টি ফার্স্ট নাইট উদযাপনকারীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এসে দেখে যাক অসভ্যতা, অশ্লীলতা না করেও কীভাবে উচ্ছ্বাস করা যায়।

শুক্রবার বিকেলে টিএসসি এলাকায় অবশ্য ভিড়ের কমতি ছিল না। প্রতিদিনের মত স্বাভাবিকভাবেই সেখানে জমে উঠেছে দল বেঁধে আড্ডা, প্রেমিক যুগলের গল্পের ফোয়ারা।

খ্রিষ্টীয় নববর্ষ এলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগে বিভাগে ধুম পড়ে যায় 'খেতাব প্রদান' উৎসবের। প্রতিবছরের মতো এবারও বিভিন্ন বিভাগের 'দেয়াল-নোটিশ বোর্ড' ভরে উঠেছে খেতাবের সনদপত্রে। অতি উৎসাহী ছাত্রছাত্রীরা সহপাঠী-সহপাঠিনীদের নানা মজার মজার নামে অভিষিক্ত করেছে। খেতাব প্রদানের কাজে কোথাও ব্যবহৃত হয়েছে লাইন, কোথাও বিজ্ঞাপনী শ্লোগান। পরিচিত কবিতার লাইনও উঠে এসেছে কোথাও, কোথাও। দুই তারিখ সকালে তরুণ-তরুণীরা হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সেন্স অফ হিউমারে ভরপুর খেতাব তালিকার সামনে।

গত বছরের মতো এ বছরও নতুন বছরের প্রথম সপ্তাহটি পড়েছে রমজান মাসের মধ্যেই। মধুর ক্যান্টিনে তাই ভিড় নেই। দিনও কম পার হলো না, মধুদার মূর্তিটি এখনও তার বিক্ষত চেহারা নিয়েই কালো কাপড়ে মুখ থেকে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর ক্যান্টিনের সামনে। 'স্বাধীনতার পক্ষের সরকার' অথবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কেউই এগিয়ে আসেননি ৭১-এর শহীদ মধু'দার ভাস্কর্যটি পুনর্নির্মাণে। ৭১-এর মধুদাদের জন্যে কি এই পরিণতিই অপেক্ষা করছে?

হয়তো রমজান মাস বলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস নতুন বছরে এখনও পর্যন্ত শান্তই বলা যায়। বছরের প্রথম সপ্তাহের মতো গোটা বছরটিও যেন শান্ত থাকে তাদের প্রিয় ক্যাম্পাস, সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা তাই চান।

এরই মধ্যে এক জরিপ পরিচালিত হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। জরিপে অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের প্রায় সকলেই নিয়মিত ক্লাস এবং সময়মতো পরীক্ষা হওয়ার দাবি জানিয়েছেন। পরীক্ষার দিনে হরতাল ডাকা আইন করে নিষিদ্ধ করতে হবে এমন দাবিও উঠে এসেছে সেখানে। এই দাবির গভীরে যে বেদনা, যে আর্তি তা কি কোনদিন পৌঁছবে হরতালকারীদের কানে?

বলছিলাম, নতুন বছরের প্রথম দিনগুলো মোটামুটি শান্ত ছিল ক্যাম্পাস। 'মোটামুটি' কথাটা ব্যবহার করতেই হল। কারণ শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রীদের যৌন নিপীড়নের প্রতিবাদে ক'দিন ধরে প্রায় প্রতিদিনই মিছিল হচ্ছে ঢা. বি. ক্যাম্পাসে। ঢা. বি.'র সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত চায়, চায় দোষী যিনিই হোন, যে রঙেরই হোন তার যেন শাস্তি হয়। প্রথমে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ঘটনা ঘটেছে এবং সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অভিযোগ উঠেছে তাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র বা ছাত্রী হিসেবে পরিচয় দিতেও মাঝে মাঝে কুণ্ঠা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদাবোধকে আমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছি?

হতাশার মধ্যেও যেন আশা জেগে থাকে তেমনি নতুন বছরের শুরুতে বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা তাদের হৃদয় নিংড়ানো শব্দমালা সাজিয়ে প্রকাশ করেছে অনেকগুলো দেয়াল পত্রিকা। 'আকাশ জুড়ে তুমুল বৃষ্টিকালে/বিশ্বতলের সেই কুটিরে একা/...ব বদলের স্বপ্নে বেঁচে থাকা।' বর্ষার তুমু... ...তে আর পৌষ শেষের তীব্র কুয়াশায় ছাত্ররাই তো সময়কে নিয়ে যাবে স্বপ্নের সিঁড়ির শেষ ধাপটিতে। ব্রহ্মপুত্রের মতো তীব্র আর দীর্ঘ সে মিছিলে অন্য সবার সঙ্গে শামিল হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরাও 'অপরাজেয় বাংলা' যাদের সত্তায়, অনুভবে।